তারিখ: 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

ভোলায় ভালো কলেজে ভর্তি বঞ্চিত সেরা শিক্ষার্থীরা

ভোলা প্রতিনিধি

জেলার শীর্ষ পর্যায়ের কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই প্রথম পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারছে না। এসএসসিতে জিপিএ ৪ দশমিক ৯ পাওয়া শিক্ষার্থীরাও রয়েছে অন লাইনের আবেদনের ফলাফলে অপেক্ষমাণ তালিকায়। এমন অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকায় কমপক্ষে ৮ হাজার শিক্ষার্থী তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অন লাইন আবেদনের ফলাফলের প্রথম তালিকায় যাদের নাম রয়েছে এদের বেশিরভাগই এ এলাকার নয়। ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ এমন বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আবেদনের সময় পছন্দেও ১০টি কলেজের নাম লিখতে গিয়ে কেউ কেউ শেষের দিকে ভোলা অঞ্চলের কলেজের নাম উল্লেখ করে। ফলে অঞ্চলের সেরা কলেজের টপ লিস্টে রয়েছে ওই শিক্ষার্থীরা। এরা এ অঞ্চলে ভর্তি হতে আসার সম্ভাবনাও নেই। আবার যারা এ অঞ্চলের সেরা কলেজকে পছন্দের শীর্ষে রেখে আবেদন করেছে, তারা অপেক্ষমাণ থাকায় ভর্তি হতে পারছে না। শনিবার থেকে ভর্তি শুরু হয়। ২২ জুন পর্যন্ত প্রথম তালিকা থাকার শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার পর অপেক্ষমাণদের ফের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদবিগ্ন অভিভাবকরা। ভোলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর পারভীন আখতার বলেন, কলেজে ভর্তির প্রথম তালিকায় রয়েছে ১১শ' শিক্ষার্থীরা নাম। এদের অধিকাংশ বাইরের। আবার ৪ দশমিক ৯ পাওয়া শিক্ষার্থী অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকায় ওই শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এ রব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু শিক্ষার্থীকে না জানিয়ে তাদের কলেজে ভর্তির জন্য আগেই এসএমএস পাঠায়, এমনকি পিন কোর্ড ব্যবহার করে ভর্তির নিশ্চিত করে। একই অভিযোগ করেন বাংলাবাজার ফাতেমা খানম ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. নজরুল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করেন, তার কলেজে ৬৪০ জনের কোটার বিপরীতে অন লাইনে আবেদনের ফলাফলে প্রথম দফায় ৭৭০ জনের তালিকা বরিশাল বোর্ড থেকে প্রকাশ করা হয়। এদের অর্ধেকের বেশি রয়েছে সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের। আবার যারা এ কলেজকে শীর্ষে রেখে আবেদন করেছে এমন ৫ শতাধিক অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে অন্য কলেজে ভর্তি হতে পারে। একই কথা বলেন, নাজিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মাকসুদুর রহমান, আলতাজের রহমান ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জাহান জেব চৌধুরী টিটি। এদিকে ভোলা জেলা জজশিপের পেশকার আমিনুল ইসলাম অভিযোগ করেন, তিনি তার ছেলেকে ভর্তি করাতে ফাতেমা খানম কলেজকে শীর্ষে রেখেই একটি কলেজের জন্য আবেদন করেন। এ রব স্কুল অ্যান্ড কলেজ তাদের না জানিয়ে আগেই আবেদন করেন। এ ব্যাপারে তারা বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে লিখিত অভিযোগ করেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ কলেজের অধ্যক্ষকে সতর্ক করেছেন। এ রব স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাফিয়া খাতুন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, বিষয়টি তাদের জানা ছিল না।

জেলার ৮ হাজার শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন